প্রথম সংস্করণ
মার্চ ১৯৪৪

প্রকাশক
রমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৪।১।১ হিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক
লিথন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৪।১।১ হিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলিকাতা—১২

নির্ভীক

দুনিয়ায় সবই প্রায়
পাওয়া যায় ভাড়া;
শুধু সোজা নির্ভীক
শিরদাঁড়া ছাড়া।

অঙ্গুষ্ঠ

আধুনিক একলব্য
হাজারে হাজারে
অঙ্গুষ্ঠেরে চালু করে
আঁধার-বাজারে।

কঙ্কাল

জীবনের মদ যত
জল হয়ে যায় যে এলিয়ে;
স্থূল গৃহিণীত্ব পান
অতীতের ডানাকাটা প্রিয়ে।

পেঁয়াজ

এ জীবনটায় পেঁয়াজের মত
কেবল খোলা ;
ছাড়ানোর শেষে অসীম শূন্য
পটল-তোলা।

নিরীহ

মোদের নিরীহ হাতে
বদলোকে খেয়ে যায় গাঁজা ;
সেই অজুহাতে হয়
অপরের হাড় ভাজা-ভাজা।

শরতে

শরতের চাঁদ
দেখে শেয়ালেরা কাঁদে ;
জেনো সেটা শুধু
শিকার ফেলতে ফাঁদে।

বাঁশ

কর্তব্যের কঞ্চি যবে বাঁশ হয় পেয়ে অবহেলা
নোয়াতে তখন তাকে বিলক্ষণ বুঝি সে কী ঠেলা!

বেকার

যখন থাকে না কোনো
গুরুতর কাজ
কল্পনাকে বলি : এবে
ভেরেণ্ডাই ভাজ

কমরেড

অনেক দেখেছি ভেবে
জীবনের সেরা কমরেড
আর কেউ নয়, দাদা—
অধীনের পোড়া সিগারেট।

নির্মোক

কালের নির্মোক, দেখ
হয়ে ওঠে উচ্ছল যৌবন
তরুণীর সারা গায়ে।
করবে কার সে মন হরণ?

অদূরে

আলোর তলায়
কত যে অন্ধকার
ব্যথায় কাতর
—খবর রাখি না তার।

জল্পনা কল্পনা

ভেতরে জল্পনা চলে, রুদ্ধদ্বার ঘর—
খোলা আকাশের নীচে পড়ে থাকে পথ;
ভবিষ্যৎ কোন্ পথে, এই নিয়ে ঘরে নানা মত
অথচ সে ভবিষ্যৎ দেখা দেয় পথেরই উপর।

কাব্য

কাব্য আমার
পদচারণার ঠাঁই
তাকে ছেড়ে আর
বলো, কোন্‌খানে যাই
দূর পাল্লায়
চলার ভরসা নাই।

ভুত

থাকলে টাকা
কাব্য করার জুত
যতই থাকুক
সর্বাঙ্গে খুঁত
দেব্‌তা হয়ে
উঠতে পারে ভুত।

প্রেম

মানুষ হয় যে ফুল
প্রেমের দেউলে,
প্রাণ ভ'রে ফুটে ওঠে
আপনার ভুলে।

সাবধান

সাহিত্যের ছদ্মনামে
কথার ভণ্ডামি
বাজারেতে চলে, তাই
দেখে শুনে থামি

চাপা

বাঁকাচোরা জীবনের
সুদীর্ঘ পাড়িতে
বহুৎ পড়েছি চাপা
গরুর গাড়িতে।

সুযোগ

দাঁতে কমে গেছে ধার,
নখগুলো কাটা ;
ন্যাকামির গুণ টানো,
বিদ্রূপের ভাঁটা।

বর্তমান

অসীমের ছেঁড়া বোঁটা
হয়ে আছে টিকি ;
অতীতের বৈভব
আজ ঘসা সিকি।

ভবিষ্যৎ

ফুল ফোটা বর্তমান,
ফুল ঝরা ধূসর অতীত ;
ভবিষ্যৎ উঁকি দেয়,
নড়ে ওঠে অঙ্গুষ্ঠে ইঙ্গিত

তথাপি

হয়ত এ জীবনের
সবটুকু নয়কো ভেজাল ;
নীর ছেড়ে ক্ষীর খেতে
হতভাগ্য হংস নাজেহাল

দুরাশা

রুদ্ধ পিঁজ্‌রা,
তবু যে আকাশ ডাকে
স্বচ্ছ আলোতে,
পিঁজ্‌রার ফাঁকে ফাঁকে।

ত্রিকাল

অতীত কুসীদ চায়,
বর্তমান চোখ যে রাঙায়,
ভবিষ্যৎ সেই ফাঁকে
জাল মুদ্রা অক্লেশে ভাঙায়।

হিসাবের কড়ি

পরকাল ঝরঝরে,
ইহকালও প্রায়-
হিসাবের কড়ি এ যে—
বাঘেও না খায়

প্রেম

খুঁজি প্রেম
ইদিকে উদিকে—
পরদারে
বিবাহ ও নিকে

ছড়ানো কুড়ানো

ছড়িয়ে দিয়েছি যত সুর—
নেব তুলে; দূর থাক দূর।

বন্দী

রুদ্ধদ্বার বন্দী বিহঙ্গেরা
মৃত্যুর আকাশে পায় ডেরা।

বাঁটোয়ারা

বাজাও তুমি
আনমনা।
আমার শুধু
তান শোনা।

জীবন

আলো ছায়া
আর কলরব
এই নিয়ে
জীবনের সব।

প্রেম

বাহুডোরে পায় প্রেম
বন্ধনের ছাড়া ;
বিহঙ্গের পক্ষপুটে
আকাশ ইশারা।

মাধ্যাকর্ষণ

মশা আর ছারপোকা
ধরে দুই দিক—
স্বর্গে মর্ত্যে টানাটানি,
তাই আছি ঠিক।

কাব্যলক্ষ্মী

কাব্যলক্ষ্মী নিরুদ্দিষ্ট
কলমের মুখে ;
সিগারেট ধোঁয়া ছাড়ে
পরম কৌতুকে।

ছাই

আমার এ কাব্য, জেনো
সিগারেট ভাই—
ধূম্রজাল ছিন্ন হলে
পড়ে থাকবে ছাই।

উভয়ত

পিছনে পিচ্ছল পথ,
সামনে অন্ধকার;
জীবন বেতালা সুর,
মৃত্যু ছিন্নতার।

অন্ধকার

লালবাতি জ্বেলে-দেওয়া
জীবনের খাতা;
বিস্মৃতির কালি-ঢালা
অন্ধকার পাতা।

সীমার মাঝে অসীম

বিত্তের সীমার মাঝে
ফ্যাসান অসীম
পকেটকে ছিন্ন ক'রে
রক্ত করে হিম।

আকাশ

আকাশে ডানা
ছড়িয়ে ওড়ে পাখি
ডানা আমার,
তোমার দুটি আঁখি
অচঞ্চল ওড়া সেখানে রাখি।

দুরাশা

এক বিন্দু শিশিরের
মনে ছিল আশা
মরুমৌনে ভরে দিতে
বনানীর ভাষা।

অনাহূত

আকাশে প্রদীপ জ্বেলে ছোট ছোট তারা,
ক'রে চলে সারা রাত আঁখির ইশারা—
কাকে ডাকে? না বুঝেই আমি দিই সাড়া।

গ্রন্থবার্তা

বহু পুঁথিপত্র ঘেঁটে
সার কথা কই
সব চেয়ে সেরা গ্রন্থ
মোটা চেক বই।

যদ্যপি

শুধু নিজ মাংসে যদি
মিটে যেত ক্ষুধা,
সুধাময় হয়ে যেত
নিশ্চয় বসুধা।

ভুলে গিয়ে হিংসাদ্বেষ,
বৃথা কান্নাকাটি—
মাটি হয়ে যেত টাকা;
টাকা হত মাটি।

পরিহাস

জীবনের যত পরিহাস বিদ্‌ঘুটে
কাটলেট বলে পাতে দিয়ে যায় ঘুঁটে

হাতছাড়া

পরঘরে গিয়ে হয়
প্রেয়সী 'বহিন'
মদের বোতলে যেন
সোডা তেজহীন।

অচ্ছেদ্য

রঙীন দুনিয়া যেই
হয়ে এল ফিকে
বেড়ালের ঊর্ধ্বনেত্র—
ছেঁড়ে না যে শিকে!

লোকমুখে

শুনেছি লোকের মুখে
নাকি রাতারাতি
গুজবের মশাটিও
হয়ে ওঠে হাতি।

রুটি

খালি পেটে ঠোঁট দুটি
স্বপ্নকেও দেয় ছুটি
চুমো ছেড়ে চায় রুটি।

অনবগুণ্ঠিত

ঘা খেয়ে জীবন
হয়েছে চেপ্‌টা,
শুক্‌নো ঘুঁটের
মতন লেপ্‌টা।
কী হবে ঘোমটা
নাচতে খ্যামটা ?

সাবধান

যখনি দেখবে কুম্ভীরাশ্রু
ঝরায় মুক্তো—
সাবধান খুব! জুতো থেকে ফিতে
করো বিযুক্ত।

সাধু

মিটি মিটি চায় আর
ভাল কথা কয়
কেন এত সাধু সাজে
যদি চোর নয়।

সন্দেহের কারণ

কুকুরে মুগুরে ভাব—
অসি আর খাপ
ট্যাঁকে হাত দিয়ে দেখ,
হল কিনা সাফ।

প্রিয় সম্পাদক

আপনাদের ঐ কাগজটাকে
পছন্দ খুব করি,
পৃষ্ঠপোষক নিজে আমি ;
হাতে পায়ে ধরি—
পাঠালাম যে ওরই জন্যে
লেখা একটি গাদা
বিনা ওজর-আপত্তিতে
ছাপতে হবে, দাদা !

যোগ্যেন

বিড়ালের তপস্যার
কাঠিন্যের নীচে
আসল স্বরূপ তার
সপ্‌সপে ভিজে।
এই সত্য জানা মাত্র
দেহের পিঞ্জরে
এ হৃদয় কুমীরের
অশ্রু হয়ে ঝরে।

সাবধান

এ জীবন কুহকিনী,
ভায়া সাবধান!
গোড়াতেই রেখো তাই
কেটে দুটি কান

পঞ্চাশোর্ধ্বে

হে প্রেয়সী, পার হয়ে
যৌবনের সীমা
হয়ে যেয়ো পঞ্চাশোর্ধ্বে
বিশ্বের মাসিমা।

ফিকে

যৌবনের লিপস্টিক
ঠোঁটে হল ফিকে
প্রেমের ভাঁড়ারে আজও
ছেঁড়ে নি যে শিকে!

অজাতলগ্ন

ফুল আর ফুট্‌ল কই,
নির্বাক সানাই;
শুষ্কগুল্মে প্রজাপতি,
সে নাই, সে নাই

পাথেয়

প্রেম আমাদের
জীবনে পাথেয় হবে;
মুক্ত আকাশে
ডানা মেলে দেব কবে
মেঘ নিয়ে যাবে
নিরুদ্দেশের ভাষা
যাযাবর হাওয়া
শূন্যে বাঁধবে বাসা।

হানা

ক্লান্তিবিহীন আকাশের বুকে
আমার দুখানি ডানা,
শুধুই অন্ধ আশায় কী সুখে
অবিরাম দেয় হানা।

সংসারী

বীরের ভরসা
খোলা তরবারি
খাপের মধ্যে গিয়ে
নিরীহ ছাঁপোষা
হল সংসারী
—আমারই মতন, প্রিয়ে!

ছাপ

যে আলো যায় না দেখা,
অথচ যা তোলে ফটোগ্রাফ,
তোমার হৃদয় থেকে
এ হৃদয়ে তুলে নিল ছাপ।

দুর্ণাম

পথে যেতে যদি না দেখতে পেয়ে
পদস্খলন ঘটে ;
যত না আঘাত, জেনো তার চেয়ে
দুর্ণামই বেশী রটে।

টাকার কুমীর

ভুখমিছিলের
কঙ্কাল দেখে চোখে
টাকার কুমীর
অশ্রু ঝরায় শোকে।

ওমর খৈয়াম

তুমি আমি আর
চেকবই
তাহলেই প্রেম
টেঁকসই।

গান

সুরের কান্না
গানের বেদনা বয়
—তাই এত মধুময়

চিরন্তনী

ফুল ঝরে যায়
যাক না—
প্রজাপতি মেলে
পাখনা।

শিল্পী

পাতার ওপরে
ছোট্ট শিশির
একটি ফোঁটায়
কত আশা ক'রে
বক্ষে নিবিড়
আকাশ ফোটায়।

সার্থক

আকাশ-ব্যাকুল
ফুটে ওঠে ফুল,
ধুলোয় ঝরে।
প্রজাপতি আসে,
তাকে ভালবাসে
ঝরারও পরে।

অকারণ

বৃথা কাজে গেল
আরেকটি দিন;
ঝরে-পড়া ফুল
ধুলোয় মলিন।

অদ্যাপি

বিগত আশার
ক্লান্ত এ ডানা ছুটি
পথ অনন্ত—
কবে যে মিলবে ছুটি।

কলরব

এই নির্জনে
পাখির কাকলি
কত কথা যেন
করে বলি-বলি।
বোল ফোটানোর
জাগে উৎসব
ভাঙে স্তব্ধতা,
ওঠে কলরব।

বাধা

বহু ঠেকে আজ, ভাই
এইটুকু শিখি—
শুভ কর্মে মিত্ররাই
হাঁচি টিকটিকি।

ছাঁট

'মা ফলেষু কদাচন'
শাস্ত্রের বচন
প্রেম ছেঁটে ফেলা ভাল
ধরলে পচন।

জট

জীবনের জটিলতা
পাকাল যে জট,
যতটা সহজ এর
বেশিই দুর্ঘট।

যদা হি

ঘুঁটেও যখন হয়
আকাশের চাঁদ
নিজেকে তখন বলি—
গলা ছেড়ে কাঁদ।

নির্বিকার

অশ্বতর খাবে ব'লে
সন্ধ্যা ও সকালে
ঘাস কাটা চিরকাল
আমার কপালে।
ধিক্কার দিয়ে কি লাভ
সেই দগ্ধ ভালে।

দড়ি

হাতে আজ শুধু রেখা,
নেই টাকাকড়ি;
উচ্চাশার হিমালয়
ঝোলে-খাওয়া বড়ি
যে গলায় গান ছিল,
খোঁজে আজ দড়ি।

যদি

হক কথা শুধু
বসে বসে গেছি বলে;
অলস কথার
মহা কুটকুটে ওলে
খুব আশা ছিল
যদি তাতে ওঠ জ্ব'লে।

দুঃখায়

রুক্ষ গিন্নী, মূর্খ পুত্র,
মদ্যপ জামাতা,
কর্মস্থলে ক্ষিপ্ত প্রভু,
শত্রু জ্ঞাতিভ্রাতা,
ছিদ্রান্বেষী বন্ধু আর
তস্কর চাকর
এরা সব বহুবিধ
দুঃখের আকর।

সামলে

ট্রামের বাসের ভিড়ে
কাছে যদি দেখ
কেউ বেশী গায়ে-পড়া ;
যদি সঙ্গে থাকো
প্রেয়সী মার্কেট গেলে—
মুখে মধু ঢেলে
পকেট সামাল, বন্ধু !
না হলেই গেলে।

গ্রাহ্য

বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য,
তরুণের হিয়া ;
সর্বনাশ সমুৎপন্নে
অর্ধমূল্য দিয়া
গ্রহণ করিও প্রাণ
আর সব ছাড়ি—
যার ইচ্ছা বলুক সে
একে বাড়াবাড়ি।

এখন

অনেক করেছি
ভালবাসাবাসি
অশ্রুতে ভিজে
ব্যাঘ্রের মাসি
একমনে আজ
স্মরি গয়া কাশী।

কীর্তন

ধূলো লেগে এ জীবন
হয় যে গেরুয়া
এ জগৎ মায়া, আর
সব কিছু ভুয়া
ছুছুন্দর তোলে এই
কীর্তনের ধুয়া।

ভুল

কোন্‌টা যে প্রেম আর
নয় কোন্‌টা যে,
বোঝা যায় নাকো সেটা
কথার আওয়াজে
ভুল তাই ঘটে গেছে
বুঝি মাঝে মাঝে।

হুল

আমার সে খাপছাড়া
কোনো কোনো ভুল
জীবনের বাগিচায়
হয় যদি ফুল
নিও তার মধু, কিন্তু
ফুটিও না হুল।

জুতা

সে আমার অন্তরের
সহজ ঋজুতা,
তোমাদের হাতে যাকে
খেতে হয় জুতা।

বর্তমানে

সেকালের অন্ধ প্রেম
এ আমলে চশমা দিয়ে চোখে
দেখে যার শূন্য ট্যাঁক
দরজার বাইরে তাকে রোখে।

ফাঁকি

বিশ্ব জুড়ে দেখি যখন
চলছে কেবল ফাঁকি,
দেখে শুনে তখন নিজের
কাটা কানটি ঢাকি।

পুনরপি

ওলটালে গণেশেরা
সোজা হয়ে বসি,
খুলে যাওয়া খালি ট্যাঁকে
টেনে বাঁধি কসি।

ঠাকুর

দেশের কুকুর
বিদেশে ঠাকুর সেজে
ইতিউতি দেখে
যদি কারও মন ভেজে।

অর্থনীতি

প্রেমের প্রথম ভাগ,
সঙ্গে ধারাপাত—
পড়তে করো না ভুল,
দুই একসাথ।

ব্যূহ

মাটিতেই গুঁজে মাথা
উটপাখি ভাবে—
ওটি বুঝি কেল্লা তার,
প্রাণটা বাঁচাবে।

সম্বল

ঘাটে এসে লাগে ফাঁকা
বাণিজ্যের ডিঙা ;
সম্বল ক'খানি হাড়
তাতে ফুঁকি শিঙা

পারমাণবিক

তাসের এ ঘর
যদি হয় চুরমার—
কেন আর মিছে
তবে শোধ দিই ধার!

উপদেশ

সবকিছু ছেড়ে দিয়ে,
পরকাল ভেজে ঘিয়ে
করেছ কি জলযোগ
তাইতে ?
কার কড়ি কে বা ধারে !
সময়ের পারাবারে
মনটাকে যেতে দিও
নাইতে।

আখের

বাজি-জেতা বৃদ্ধ অশ্ব
হলে অশ্বতর,
তখন তাকে যে লাথি
মারে ছুছুন্দরও।

ফলাফল

খাল কেটে এনেছি কুমীর,
মালা হল তার আঁখিনীর।

প্রশ্ন

পুরনো কপাল
ঘষেছি ঝামায়,
কুবেরের ধন
কি ক'রে নামাই ?

নীড়

নীড় উড়ে গেছে ঝড়ে—
আছে ডানা, নেব গড়ে।

আশা

চার চোখে
থাকে আশা,
দুটি প্রাণে
ভালবাসা।

কাকলি

বৃক্ষ শাখা
মেলবে পাখা
কখনও ছিল
ইচ্ছে।
আজ আকাশে
কী উচ্ছ্বাসে
পাতা ছড়িয়ে
দিচ্ছে।

প্রগতি

ছোটা, শুধু-শুধু ছোটা
প্রগতির তাই হ'ল সুর;
দম-ছোটা উর্ধ্বশ্বাসে—
পেছনে কি পাগলা কুকুর?

ভাগ্যবান

দুনিয়ায় সব চেয়ে
সেই ভাগ্যবান
যার দিব্যি কাটা গেছে
দুইখানি কান।

নব রূপে

বিবাহের খাপে ঢাকা
প্রেমের এ অসি
তোমাকে গৃহিণীরূপে
পেয়েছে, প্রেয়সি

দূরে ও কাছে

আকাশের তারা
জোনাকির রূপ ধ'রে
দূরকে আপন করে।

বাণী

ব্যাপ্ত ক'রে দিগ্বিদিক
শুধু অন্ধ কুজ্ঝটিকাজাল
পেতেছে আসন ;
অন্ধকারে কালস্রোত ফেনিল উত্তাল
ধৈর্যের তরণী বেয়ে
রাত্রিশেষে প্রভাতের তীর
আমরা হয়ত পাব।

অন্ধ পাখি খুঁজে পাবে নীড়।

স্পেশালিস্ট

বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিল ফের ;
ধর্ণা দিল সে একদা দুয়ারে বকের।
'ভুল জায়গায় এসেছ', বলল বক—
'আমি আজকাল চক্ষুচিকিৎসক।'

জাতি-সংসদ

ভেড়ার বাচ্ছা আর এক কেঁদো বাঘে,
ঘোলা জল নিয়ে বিষম ঝগড়া লাগে।
শেষে দুজনেই জাতি-সংসদে আসে;
'ভাব ভাব' ব'লে চোখের জলেতে ভাসে।

স্বাধীনতা

হ্যাংলা নেকড়ে পোষা কুকুরের কাছে
এসে বলে, 'ভায়া, কর্মখালি কি আছে?
ভুয়া স্বাধীনতা চিবিয়ে মেলে না রস।
তার চেয়ে ভাল পরে থাকা বকলস।'

উল্টাচাল

এবারের খেলাধূলা ফাইন্যাল রেসে
খরগোস পৌঁছুল প্রথমেই এসে।
'কোথা গেল দিবানিদ্রা?' শুধাল রেফারি—
খরগোস বলে, 'বলো, কত আর হারি!'

জনগণমন অধিনায়ক

বারে বারে মিথ্যাকথা বলেছে রাখাল,
'বাঘে খেয়ে গেল হায় গরুর এ পাল।'
তারপর এল দেশে গণ-নির্বাচন,
রাখালের অধিকারে জনগণমন।

একচক্ষু

একচক্ষু হরিণেরা বর্তমান যুগে
মরে না কো চক্ষুলজ্জারোগে ভুগে ভুগে।
তারা তাই বেঁচে থাকে আরামে অনেক;
দু চোখ থাকতে করো একচক্ষু ভেক।

পুচ্ছগৌরব

ধার করা এক ময়ূরপুচ্ছে সেজে এল দাঁড়কাক,
ময়ূরেরা দেখে বনের মধ্যে সম্ভ্রমে নির্বাক;
অতিসমরোহে ময়ূরসভার সভাপতি হল সে যে—
জেনো নিশ্চয় আলগা পুচ্ছে দুনিয়ার মন ভেজে।

ব্যবসায়ী

অশ্বজালে ঘোড়াদের খাবারের টবে,
কুকুর চেঁচায় ব'সে কান-ফাটা রবে।
তার ফলে খাবারের ক্রমে বাড়ে দাম
ব্যবসায়ী কুকুরের সিদ্ধ মনস্কাম।

ফ্যাশান

কিসে যেন শেয়ালের ল্যাজ গেল কাটা
অনুতাপে অশ্রুজলে শুকোলেই ঘা-টা
সমাজেতে এল যবে মাথা হেঁট ক'রে
অচিরেই সে ফ্যাশান চালু ঘরে ঘরে।

ফুড র‍্যাশান

খাবার র‍্যাশান করা, সুতরাং শেয়ালের ছেলে
সারসকে খেতে দিল প্লেটে ঝোল ঢেলে
সারস ভীষণ খুশী অতিথেয়তায় ;
উদ্গারেতে র‍্যাশানের মহিমা ব্যাখ্যায়।

পঞ্চবার্ষিকী

ইঁদুরের পঞ্চবর্ষ-পরিকল্পনায়
বিড়ালের গলদেশে ঘণ্টা ঝুলে যায়।
বাজে তাতে টুং টুং অনবদ্য সুর ;
পরিকল্পনার জয় গায় সে ইঁদুর।